আজকের কাগজ

তারিখ ... 06 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

# ‘সবার জন্য শিক্ষা’ শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত ঘোষণাপত্রে প্রধানমন্ত্রী ৭ জানুয়ারি স্বাক্ষর দেবেন

থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ‘সবার জন্য শিক্ষার’ বিশ্ব ঘোষণা প্রদান করা হয়। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে শিশুদের জন্যে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত দুটো সম্মেলনের পর ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, এবং ইউএনএফপিএ যৌথভাবে নয়টি উচ্চ জনসংখ্যার দেশ-বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, মিশর ও চীন- যেখানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং মোট নিরক্ষরদের প্রায় ৭২ ভাগ লোক বাস করে- সে সব দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ কর্তৃক সবার জন্যে শিক্ষার উপর রাজনৈতিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ভারতের নয়াদিল্লিতে শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে জমতিয়েন ও নিউইয়র্কের ঘোষণার প্রতি পুনঃঅঙ্গীকার প্রদান করা হয়। স্বাগতিক দেশ ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত অপর ৭টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ উপস্থিত থাকতে পারেননি। এ সব দেশের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী পনের সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় দিবস অর্থাৎ বিজয় দিবস থাকায় দেশে প্রধানমন্ত্রীর কর্মব্যস্ততার জন্য শীর্ষ সম্মেলনে যে ঘোষণা গৃহীত হয় তা' দিল্লি ঘোষণা' নামে অভিহিত। যেহেতু দিল্লি ঘোষণায় নয়টি দেশের সকল রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ উপস্থিত থাকতে পারেননি সে জন্যে শীর্ষ সম্মেলনের উদ্যোগী সংস্থা সমূহের প্রধানগণ দিল্লি ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার প্রধান/রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষর করার জন্যে অনুরোধ জানান। আগামী ৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দিল্লি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে সবার জন্যে শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবেন।

সবার জন্যে শিক্ষার বিশ্ব সম্মেলন এবং শিশুদের জন্যে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের পর বাংলাদেশে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হার ৯৫% উন্নীত করা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার ৭০% এ উন্নীত করা এবং বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬২% এ উন্নীত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৯৯২ সালে এদেশে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ৬৮টি থানায় চালু করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে সারাদেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে একটি পৃথক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং পরিদর্শন ও তদারকি ব্যবস্থা জোরদারকরণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৯১ সালে ১ কোটি ২৬ লাখ হতে বেড়ে ১৯৯৩ সালে ১ কোটি ৪০ লাখ এবং ১৯৯৪ সালে ১ কোটি ৫২ লাখ হয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সে জন্যে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পুর্ননির্মাণ সংস্কার ও মেরামতের জন্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে ১৯৭১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুর্ননির্মাণ এবং ১৪০১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্রও সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা ও তদারকি জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট উন্নয়নের জন্যে বিদ্যালয় নির্বাচন এবং সেটেলাইট স্কুল ও স্বল্প ব্যয়ে স্থাপিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ এলাকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে সে জন্যে সরকারের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম জীবনমুখী এবং চাহিদা ভিত্তিক করে উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে এবং এ বছর ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত নুতন পাঠ্য-পুস্তক প্রদান করা হয়েছে। আগামী বছর ৫ম শ্রেণীর বই পরিবর্তন করে নতুন পাঠ্য বই প্রবর্তন করা হবে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে উন্নয়নের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে ৬-১০ বছরের শিশু যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে অথবা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি, নিরক্ষর কিশোর- কিশোরী (১১-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) এবং বয়স্কদের জন্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এর সঙ্গে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি স্থানীয় উদ্যোগে চালু করা হচ্ছে।

রেডিও- টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সবার জন্যে শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলবার জন্যে, কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খবর তথ্য বিবরণী।